দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 OCT 1987

পৃষ্ঠা ৭/৬ কলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

আমি ১৯৮৫ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত বিএ (পাস) পরীক্ষার পিরোজপুর কেন্দ্রের একজন নিয়মিত পরীক্ষার্থী ছিলাম। গত ২৩শে মে, ১৯৮৭ সনে অনুষ্ঠিত বাংলা বিশেষ পরীক্ষাটিও ভালভাবে সম্পন্ন করি। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, আমি পরীক্ষার কিছুদিন পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত একখানা 'কারণ দর্শাও' নোটিশ পাই। 'কারণ দর্শাও' নোটিশে আমার বিরুদ্ধে দূষণীয় কাগজপত্র সংগে থাকা এবং তা থেকে নকল করার অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু আমি এতে জড়িত নই বলে 'কারণ দর্শাও' নোটিশের জবাব দেই এবং কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করি। সে প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ আমাকে জবাব দেন যে, যদি নকলের সাথে খাতার লেখার কোন মিল না থাকে তাহলে কোন শাস্তি হবে না।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত পরিদর্শক দলের প্রত্যেকের কাছে গেলে তারা আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করেন। অনেক কষ্ট করে বারবার কর্তৃপক্ষের দুয়ারে ধরনা দিয়েছি এবং আশ্বাসবাণী শুনে এসেছি। এতদসত্বেও কিছুদিন পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত শাস্তির গেজেটে দেখতে পেলাম আমাকে 'পরীক্ষা বাতিল' শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য আমি কোন প্রকার নকল করি নাই এবং নকলের সংগে জড়িত নই। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক কথা হলো, পরীক্ষার সময়ে আমার কাছে কোন পরিদর্শকই আসেন নাই। সুতরাং, নকল ধরার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। তদসত্বেও নাকি আমার খাতার সাথে নকলের কপি গাঁথা। তাছাড়া আমার খাতার লেখার সাথে নকল যে মেলেনি তার প্রমাণ 'পরীক্ষা বাতিল'। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাতে সাজা হবে 'পরীক্ষা+২'। কিন্তু খাতার সাথে কপির কোন মিল নেই বলেই মনে হয় এ শাস্তি। কিন্তু আমার কথা, ডাকাতির সাজা কখনও পকেটমারের সাজা হতে পারে না। আমার বিরুদ্ধের অভিযোগ নকল করার অর্থাৎ পরিদর্শক সাহেব আমাকে হাতে নাতে নকল ধরেছেন এবং খাতা মিলিয়ে দেখেছেন। কিন্তু সেটা যখন প্রমাণিত হয় নাই সেখানে আমাকে শাস্তি দিবে কোন অপরাধে।

তাই, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আবেদন, আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তুলে নিয়ে আমার ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করা হোক।

মোঃ ওয়ালিদুল ইসলাম,
রোল পিরোজপুর নং ১৩৪২।

ফ্যাসিলিটিজ ডাইরেক্টরেট কাদের স্বার্থ দেখছে

গত ৩-৯-৮৭ ইং তারিখে আপনার বহুল প্রচারিত 'সংবাদ' এ উপরে উল্লেখিত শিরোনামে যে সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সময়োচিতভাবে এই সম্পাদকীয়টি প্রকাশ করিবার জন্য সংবাদ কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার জানা একটি উদাহরণ দিচ্ছি। গত জুলাই মাসে পিরোজপুর সরকারী কলেজের মূলভবন মেরামতের কাজ শেষ হইয়াছে। এই কাজের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা। অত্যন্ত দায়সারাভাবে এ কাজটি শেষ করা হইয়াছে ফেসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে। কলেজের সমস্ত দেওয়ালের লেখাও মুছিয়া ফেলা হয় নাই। ছাদে বিটুমিন ইমালশন দিলেও পানি পড়া আগের তুলনায় বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কলেজের ১১নং কক্ষের ছাদের নীচে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ৫।৬টি ব্যাঙের ছাতা গজাইয়াছে। ইহা হইতেই যে কেউ অনুমান করিতে পারিবেন যে কলেজটিতে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকায় কি ধরনের মেরামত কার্য হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট ডাইরেক্টরেটের ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ অনুগ্রহ করিয়া কলেজের মেরামত কার্য পরিদর্শন করিলে অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন কত নীচু মানের কাজ হইয়াছে।

আশা করি ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের কাজকর্মের দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন।

অনেক ছাত্র
পিরোজপুর সরকারী কলেজ।